

গত ১৭ই অক্টোবর সরকারের সচিবদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে একশ দিনের মধ্যে ব্যবস্থায়নের উপযোগী সুপারিশমালা তৈরি করার জন্য পাঁচটি সচিব কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলমের নেতৃত্বে গঠন করা হয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কমিটি। গত ২৪শে অক্টোবর এই কমিটির পূর্ণাঙ্গ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটি ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সুপারিশমালা জমা দিয়েছে বলে জানা যায়।

আহ্বান ৪ পৃঃ ১১ কঃ ১

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মানবসম্পদ উন্নয়নের ধারণা ও পরিধি সম্পর্কে এই সুপারিশে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দায়িত্ব বিমোচন ও জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি দক্ষ ও সংগঠনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই হবে মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। এ প্রচেষ্টা হবে বহুমুখী খাতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন করে মানবসম্পদকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হবে মানবসম্পদ।

জনশক্তির চাহিদা নিরূপণ সংক্রান্ত সুপারিশে বলা হয়, জনশক্তি উন্নয়ন প্রচেষ্টার জন্য একটি তথ্য ব্যাংক গড়ে তোলা দরকার। বর্তমান দেশে-বিদেশে কতো জনশক্তি কর্মরত আছে, দেশ-বিদেশে বিভিন্ন শ্রেণী ও বৃত্তিভিত্তিক জনশক্তির চাহিদা কত এবং জনশক্তি সরবরাহ পরিস্থিতির বিবরণ এই তথ্য ব্যাংকে থাকতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নে এই তথ্য ব্যাংক সহায়তা করবে বলে সুপারিশে উল্লেখ করা হয়।

শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশে বলা হয়, শিক্ষাকে জীবনমুখী ও কর্মসংস্থানের ভিত্তি হিসেবে গড়ে তেলে সাজাতে হবে। উদ্ঘাষতে ধারণকমতা বাড়ানোর পক্ষে জরুরি ও বিদ্যাস করে সরকারি ও বেসরকারি খাতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানসম্মত ও নিয়মান্বিত বলে চিহ্নিত করতে হবে একশ দিনের মধ্যে। অনানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষাকে শুধু সাফল্যতা বাড়ানোর

নার্স ও প্যারামোর্ডিস্ নিয়োগ, সরকারি ও বেসরকারি অফিসে ডে-কোয়ার সেক্টর স্থাপন, মাতৃভূমি নিউ ছুটির মেয়াদ অন্তত চার মাস নির্ধারণ এবং বেসরকারি খাতের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ করা।

সচিব কমিটির ওই সুপারিশে বলা হয়, মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। কমিটি সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ সেল তৈরির সুপারিশ করেছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ এবং সে অনুযায়ী যথাযথ প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টির ব্যবস্থা করার কথাও বলেছে সচিব কমিটি। বিজ্ঞান ও অংক শিক্ষা যথাযথ পর্যায় পর্যন্ত এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়ানো এবং কাজে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ভর্তিকি মূল্যে খাবারের ব্যবস্থা, প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির বয়সসীমা বাড়ানোরও সুপারিশ করেছে সচিব কমিটি।

জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ বায়্য ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করার সুপারিশ করেছে ওই সচিব কমিটি। শিক্ষকদের জন্য রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন, তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রীর প্রান প্রণয়ন, প্রথম শ্রেণীর চাকরি ক্ষেত্রে কোটা প্রথা বিলোপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়স্থাপনা কমিটি অথবা বোর্ডে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের না রাখা, ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়া ও ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করারও সুপারিশ করেছে সচিব কমিটি।

[illegible]